হজ্জের দিন গুলো

৮ জিলহজ্জ:

তামাত্তু হজ্জ পালন কারী হাজীদের জন্য পূর্বের ন্যায় মক্কার হারাম এলাকার নিজ নিজ অবস্থান থেকেই ইহরাম বাঁধতে হবে।
ইহরামের পূর্বে শারীরিক পরিচ্ছন্নতা অর্জন করুন (গোঁফ ছাটা, হাত ও পায়ের নখ কাটা, নাভিমূল, বগলের লোম পরিষ্কার করা)। ইহরাম বাঁধার সময় পুরুষ ও মহিলা সবার জন্যই গোসল করা সুন্নাত। অসুবিধা থাকলে ওজু করুন। গোসলের পর পুরুষরা সেলাই বিহীন কাপড় পরিধান করুন। পুরুষের জন্য নাভি থেকে হাটু পর্যন্ত ঢেকে রাখা ফরজ। আর একখানা চাদর গায়ে জড়িয়ে নিন যেন দুই কাঁধ ও পিঠ ঢাকা থাকে। মহিলাগন যে কোন ধরনের পবিত্র এবং যথোপযুক্ত পোষাকে ইহরাম বাঁধবেন।
০-হজ্জের নিয়তের সময় বলুন **"লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা হাজ্জান"** বা এভাবে বলুন *(হে আল্লাহ! আমি হজ্জ পালন করার নিয়ত করছি। আপনি তা আমার জন্য সহজ করে দিন এবং আমার পক্ষ হতে কবুল করুন)।* তালবিয়া পড়ুন। পুরুষরা উচ্চস্বরে এবং মেয়েরা ক্ষীনস্বরে পড়ুন, যেন পাশের জন শুনতে পায়। তালবিয়া শেষে দরুদ পড়ুন এবং দো'আ করুন। এ তালবিয়া পাঠ চালু থাকবে ১০ যিলহজ্জ বড় জামারাতে কংকর নিক্ষেপের পূর্ব পর্যন্ত।
০-আজ ফজর নামাজ শেষে তালবিয়া পাঠ সহ সকল হাজী মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করবেন। *(মিনা-আরাফা-মুজদালিফায় অবস্থানের জন্য আনুষাঙ্গিক সবকিছু একটি ছোট ব্যাগে নিন, ব্যাক-প্যাক নিলে হজ্জের দিনগুলোতে হাটা সহজ হবে)।*
০-মিনায় পৌঁছে যোহর, আসর, মাগরিব, এশা এবং ফজর (৯জিলহজ্জ) এই ৫ ওয়াক্ত নামাজ জামাআতের সাথে কছর করে আদায় করুন। আজ মিনায় রাত্রি যাপন করা সুন্নাত।
০-**মিনা** অত্যন্ত মোবারক, ত্যাগের মহিমায় উজ্জীবিত এবং ইস-লামের একটি ঐতিহাসিক স্থান। রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সল্লাম থেকে বর্ণিত সকাল-সন্ধ্যার যিকির এবং বিভিন্ন দো'আয় মশগুল থাকুন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা আপনাকে এই পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন এর শুকরিয়া ব্যক্ত করুন। এখানে সব কিছুই ধৈর্য্যের সাথে গ্রহণ করুন। একই তাবুতে পর্দা টাঙ্গিয়ে মহিলা হাজীদের থাকার বন্দোবস্ত করুন। সকল সঙ্গী হাজীকে সকল কাজে সহযোগিতা করুন। আপনার পাশেই মেডিকেল ক্যাম্প আছে, প্রয়োজনে সঙ্গী/বয়স্ক বা অসুস্থ হাজীকে ডাক্তার দেখাবার বন্দোবস্ত করুন। সুযোগ হলে মিনার 'মসজিদে খউফ' এ নামাজ আদায় করবেন।

৯ জিলহজ্জ:

০-**আজ আরাফা দিবস।** আরাফাত ময়দানে অবস্থান করা হজ্জের ২য় ফরজ। মিনা হতে ফজর নামাজ শেষে সূর্যোদয়ের পর তালবিয়া পাঠ সহ আরাফাত ময়দানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন। সূর্য্য পশ্চিম দিকে হেলার পরে মসজিদে নামিরা'য় হজ্জের খুৎবা পেশ হবে। খুৎবা শেষ হলে জামাআতের সাথে এক আযানে এবং পৃথক পৃথক ইকামতে কছর করে প্রথমে যোহরের ২ রাকাত এবং পরপরই আসরের ২ রাকাত নামাজ আদায় করবেন। এর আগে-পরে আর কোন নামাজ নেই। আপনি আরাফাত সীমানার ভিতর প্রবেশ করেছেন এ ব্যাপারে অবশ্যই নিশ্চিত হবেন। সূর্য্য পশ্চিম দিকে হেলার পর হতে সূর্য্যাস্ত পর্যন্ত আরাফাত ময়দানে অবস্থান করতে হবে, আল্লাহর সমীপে বিনম্র ও বিনয়ী ভাবে।
০-**আরাফার** এই বিশাল ময়দানে বিশ্বনবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেছিলেন। আরাফাত ময়দান দো'আ কবুলের বিশেষ স্থান। কিবলামুখী হয়ে, দাড়িয়ে দুই হাত উচুঁ করে বিনয় ও নম্রতার সাথে আল্লাহর দরবারে কায়মনো বাক্যে বিভিন্ন দো'আ, তাসবীহ-তাহলীল, জিকির-তালবিয়া আদায়ে মগ্ন থাকুন-সূর্য্যাস্ত পর্যন্ত। রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের জন্য দরুদ ও সালাম পেশ করুন। জীবনে আর কখনো এমন মোবারক মুহূর্ত নাও আসতে পারে! পিতা-মাতা, ভাই-বোন, সন্তান-সন্ততি, স্বামী/স্ত্রী, পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব সহ মুসলিম উম্মাহর জন্য দো'আ করবেন। আরাফাত ময়দানে পড়ার সর্বোত্তম দো'আ হল, যা রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম পড়েছেন এবং তাঁর পূর্বের সকল নবীগনও পড়েছেন:
'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা- শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু, ইয়ুহয়ী ওয়া ইয়ুমীতু, ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়্যিন ক্বদীর' *(তিরমিযী)।*
'রব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাঁও ওয়া ফিল আখিরাতে হাসানাতাঁও ওয়া কিনা আযাবান্নার' *(সুরা বাক্বারা: ২০১)।*
০-**মুজদালিফার পথে:** সূর্য্যাস্তের পর আরাফাত থেকে মাগরিবের নামাজ আদায় না করেই ধীর-স্থির এবং ধৈর্য্য সহকারে **তালবিয়া** ও তাসবীহ পাঠ করতে করতে মুযদালিফার দিকে রওয়ানা হবেন।
০-**মুজদালিফায় অবস্থান:** মুজদালিফায় পৌঁছে মাগরিব ও এশার নামাজ এক আযানে ও দুই ইকামতে জামাআতের সাথে আদায় করবেন। এশার নামাজ কছর করবেন। বিতর নামাজ পড়বেন এবং বেশী বেশী দো'আ করে, খানা পানি খেয়ে ঘুমাবেন। যারা দূর্বল, মহিলা এবং ওযর আছে তারা মধ্যরাতের পর মিনায় চলে যাওয়া জায়েয আছে। মুজদালিফার সীমানার যে কোন স্থানে রাতে অবস্থান করা ওয়াজিব। আল্লাহ বলেন **'যখন তোমরা আরাফাত হতে প্রত্যাবর্তন করিবে তখন মাশআরুল হারামের নিকট পৌঁছিয়া আল্লাহকে স্মরণ করিবে এবং তিনি যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন ঠিক সেভাবে তাঁহাকে স্মরণ করিবে। যদিও ইতিপূর্বে তোমরা বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে'** *(সুরা বাক্বারা: ১৯৮)।*
০-ছোট ছোট মটর দানা বা খেজুরের বিচির সাইজের ৭০টি কংকর এখান হতে সংগ্রহ করবেন (মিনা যাওয়ার পথে বা মিনা হতেও সংগ্রহ করা যাবে)।
০-ফজর নামাজের পর ক্বিবলামুখী হয়ে রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের অনুকরনে দু'হাত উর্দ্ধে তুলে অধিক মাত্রায় আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা, আল্লাহর প্রশংসা, যিকির, তাসবীহ পাঠ করবেন, আল্লাহর কাছে দো'আ করবেন। সূর্য্য উঠার পূর্বেই ধীর স্থিরতার সাথে তালবিয়া পাঠসহ মিনার উদ্দেশ্যে রওনা হবেন। *(বিদ্র: ২০১৩ইং সালের ৯ জিলহজ্জ সূর্য্যাস্ত সন্ধ্যা ৫:৫৭, এবং ১০ জিলহজ্জ সূর্যোদয় সকাল ৬:১৬)*

১০ জিলহজ্জ:

১০ জিলহজ্জের ৪টি কাজ ধারাবাহিক ভাবে সম্পন্ন করা উত্তম:
১. মুজদালিফা থেকে মিনায় আসার পর দুপুরের পূর্বেই জামারায় আকাবায় (বড় শয়তান) ৭টি কংকর নিক্ষেপ করতে হবে।
২. কুরবানী করতে হবে। *(তামাত্তু ও কিরান হাজীদের জন্য)।*
৩. মাথা মুন্ডন অথবা চুল কাটতে হবে।
৪. মক্কায় পৌঁছে ফরয তাওয়াফ করবেন। ১০ জিলহজ্জ সম্ভব না হলে ১১ কিংবা ১২ জিলহজ্জ সূর্য্যাস্তের পূর্বে অবশ্যই এ তাওয়াফ করতে হবে। এই তাওয়াফের সাথে সাঈ'ও করতে হবে।

১. কংকর নিক্ষেপের শর্ত ও নিয়ম:
ক. শাহাদাৎ ও বৃদ্ধাঙ্গুল দ্বারা কংকর ধরে আজ শুধুমাত্র জামারা আকাবায় (বড় শয়তান) নিক্ষেপ করুন। সূর্যোদয়ের পর হতে সূর্য্য হেলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মুস্তাহাব। সূর্য্য হেলে যাওয়ার পর হতে সূর্য্যাস্ত পর্যন্ত জায়েজ আছে। সূর্য্য অস্ত যাওয়ার পর হতে পরদিন সূর্য্যোদয় পর্যন্ত মাকরূহ। এই হুকুম শুধুমাত্র পুরুষ ও সুস্থ সবল লোকদের জন্য। শারীরিক সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বদলী কোন হাজীকে দিয়ে কংকর নিক্ষেপ করালে- এ ওয়াজিব আদায় হবে না। বেশী ভীড় হলে মেয়েদের রাতে কংকর নিক্ষেপ করা উত্তম। কিন্তু ভীড়ের ভয়ে মেয়েদের কংকর নিক্ষেপের বদলী হবে না।
খ. প্রথম কংকর নিক্ষেপের পূর্বেই তালবিয়া বন্ধ করুন।
গ. কংকর নিক্ষেপের সময় বলুন **'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর'**।
ঘ. এক সাথে ৭টি কংকর নিক্ষেপ করবেন না।

ঙ. কংকর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব। না করলে দম দিতে হবে।
চ. কংকর নিক্ষেপ শেষ হওয়ার পর তাকবীর বলা আরম্ভ করতে হবে। **(আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর ওয়া লিল্লাহিল হামদ)।**

২. কুরবাণী করা:

কিরান ও তামাত্তু হজ্জ কারীদের জন্য কুরবাণী করা ওয়াজিব। উত্তম হল মাথা মুন্ডানোর পূর্বে কুরবাণী করা। কুরবানীর সময় ১০ জিলহজ্জ কংকর নিক্ষেপ করার পর থেকে ১২ জিলহজ্জ সূর্যাস্ত পর্যন্ত। কুরবাণী যদি আপনার হজ্জ প্যাকেজে থেকে থাকে, তাহলে আপনি সশরীরে উপস্থিত থেকে বা আপনার গাইড/মোয়াল্লেম হতে নিশ্চিত হয়ে নিন, যে আপনার পক্ষ হতে দেয়া কুরবানী সম্পন্ন হয়েছে। আর যদি প্যাকেজে না থাকে, তাহলে ব্যাংকে টাকা জমা দিয়ে দিন। বয়স্ক কিংবা শারীরিকভাবে দূর্বল হাজীদের জন্য উপদেশ হলো সশরীরে কুরবানী করতে না যাওয়া। মিনায় প্রচন্ড ট্রাফিক পার হয়ে আপনাকে কুরবানীর মাঠে পৌঁছাতে হবে। আপনার অসুস্থ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে।

৩. মাথা মুন্ডানো:

১০ জিলহজ্জের কুরবাণীর পর ৩য় ওয়াজিব হলো মাথা মুন্ডানো অথবা চুল কাটা। কুরবানীর পর মাথা মুন্ডানোই উত্তম। মেয়েরা এক ইঞ্চি বা আঙ্গুলের এক গিরা বা ততোধিক পরিমান চুল কাটাবেন। মাথা মুন্ডানোর পর ইহরাম হতে আপনি হালাল হয়ে গেলেন। এই হালালকে তাহাল্লুল আউওয়াল (প্রথম হালাল) বলে। এর ফলে ইহরাম থাকা অবস্থায় আপনার জন্য যা কিছু হারাম ছিল এখন সব হালাল হয়ে গেল, একমাত্র স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপন ছাড়া, তাওয়াফে জিয়ারত/ইফাদা না করা পর্যন্ত নিষিদ্ধ। ***(বিদ্রঃ আপনি হালাল না হওয়া পর্যন্ত আপনার নিজের বা অন্য সহযাত্রী হাজীদের চুল কেটে দিবেন না)।***

তাওয়াফে যিয়ারত: ১০ জিলহজ্জের ৪র্থ কাজ হলো তাওয়াফে যিয়ারত। এটাই হজ্জের শেষ এবং ৩য় ফরজ। এটা আদায় না করলে হজ্জ হবেনা, এর কোন বিকল্প নেই। সুতরাং কংকর নিক্ষেপ, কুরবানী ও মাথা মুন্ডানোর পর বায়তুল্লাহর দিকে রওয়ানা করুন। এই তাওয়াফে রমল এবং ইজতিবা নেই। কোন কারণে ১০ জিলহজ্জ করতে না পারলে ১১ বা ১২ জিলহজ্জ সূর্য্যাস্তের মধ্যে এ তাওয়াফ সম্পন্ন করতে হবে। এরপর সাঈ করবেন। তাওয়াফ ও সাঈ শেষ করে রাত্রি যাপনের জন্য আবার মিনায় ফেরত আসবেন। আল্লাহ বলেন **"অতপরঃ যখন তোমরা হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সমাপ্ত করিবে তখন আল্লাহকে এমনভাবে স্মরণ করিবে যেমন তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষগনকে স্মরণ করিতে, অথবা তদপেক্ষা দৃঢ়তরভাবে স্মরণ কর; মানুষের মধ্যে যারা বলে হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহকালেই দান করুন, বস্তুত তাদের জন্য পরকালে কোন অংশ নেই। আর তাহাদের মধ্যে যাহারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন ও আখিরাতে কল্যাণ দান করুন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের (অগ্নি) শাস্তি হতে রক্ষা করুন"** *(সুরা বাক্বারা: ২০০-২০৯)।*

১১, ১২ ও ১৩ জিলহজ্জ:

এই দিনগুলোকে বলা হয় আয়ামে তাশরীক বা তাশরীকের দিন। রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম বলেন **"তাশরীকের দিনগুলো হচ্ছে পানাহার ও আল্লাহর যিকিরের জন্য"** *(মুসলিম শরীফ)।*

আল্লাহ বলেন **"তোমরা নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনগুলিতে আল্লাহকে স্মরণ করিবে; অতপরঃ কেউ যদি দু'দিনের মধ্যে (মক্কায় ফিরে যেতে) তাড়াতাড়ি করে তবে তার জন্যে কোন পাপ নেই, আর কেহ যদি বিলম্ব করে তবে তার জন্যে'ও পাপ নেই। ইহা তাহার জন্য যে তাকওয়া অবলম্বন করে"** *(সুরা বাক্বারা: ২০৩)।*

মিনায় রাত্রি যাপন ও সকল নামাজ জামাআতের সাথে কছর করে আদায় করবেন। নামাজের পর যতবেশী সম্ভব তাকবীর ধ্বনি এবং মহান আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকবেন। এই ৩ দিনের প্রতিদিন সূর্য্য পশ্চিমাকাশে ঢলে গেলে প্রথমে ছোট শয়তান (জামারায় সুগরা) তারপর মধ্যম শয়তান (জামারায় উসতা) এবং সবশেষে বড় শয়তান (জামারায় আকাবা) কে ৭টি করে মোট ২১টি কংকর নিক্ষেপ করতে হবে সূর্য্যাস্ত পর্যন্ত। এটি একটি দো'আ কবুলের জায়গা। ছোট ও মধ্যম শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করার পর দো'আ করা সুন্নাত। ক্বিবলামুখী হয়ে হাত তুলে দো'আ করবেন। আর বড় জামারাতে পাথর মেরে সরাসরি আপনার গন্তব্যে চলে আসবেন। ১২ জিলহজ্জ কংকর নিক্ষেপ আদায় করে কোন হাজী মিনা ত্যাগ করতে চাইলে, করতে পারবেন। তাহলে সূর্য্যাস্তের পূর্বেই মিনার সীমানা ত্যাগ করতে হবে।

তাওয়াফে বিদা (বিদায়ী তাওয়াফ):

হজ্জ শেষ করে বাড়ীতে ফিরার কিংবা মদিনায় মসজিদে নববী যিয়ারতের পূর্ব মুহূর্তে তাওয়াফে বিদা অর্থাৎ বিদায়ী তাওয়াফ করা হজ্জের শেষ ওয়াজিব। এই তাওয়াফে রমল ও ইজতেবা এবং পরে সাঈ করতে হবে না। বিদায়ী তাওয়াফ হবে মক্কার সর্বশেষ কাজ। মাকামে ইব্রাহীমে ২ রাকাত নামাজ পড়ে মুলতাজিমের সামনে দাড়িয়ে আন্তরিক ভাবে দো'আ করুন। হজ্জ আদায়ের তৌফিক দানের জন্য আল্লাহর কাছে শোকরিয়া আদায় করুন।

feedback: Qur'an Teaching Research & Training Centre. macsystembd@gmail.com

হজ্জের দিন গুলো

তালবিয়া

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ
اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ ،

লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক;
লাব্বাইকা লা- শারী-কা লাকা লাব্বাইক,
ইন্নাল হামদা, ওয়ান নি'অমাতা
লাকা ওয়াল মুলক
লা- শারী-কা লাক।

(আমি হাজির, হে আল্লাহ! আমি হাজির;
আমি হাজির, আপনার কোন শরীক নেই-আমি
হাজির, নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও নেয়ামত আপনারই,
সমগ্র রাজত্বও আপনার;
আপনার কোন শরীক নেই)